ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স -১৩১১
আগরতলা, ২৪ আগস্ট, ২০১৯

রাজ্যকে মেডিকেল হাব হিসেবে গড়ে তোলার দিশায় কাজ করছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যকে মেডিকেল হাব হিসেবে গড়ে তোলার দিশায় রাজ্য সরকার কাজ করছে। তারজন্য দেশ ও বিদেশের বহুজাতিক নামী চিকিৎসা সংস্থাগুলোর সাথে কথা বলা হচ্ছে। এক্ষেত্রে পি পি পি মডেলকে গুরুত্ব দেওয়া হবে। আজ হাঁপানিয়াস্থিত টিপস তথা ত্রিপুরা ইনস্টিটিউশন অফ প্যারামেডিকেল সায়েন্সের ১১ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে একথাগুলো বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। উল্লেখ্য ২০০৯ সালের ২৪ আগস্ট এই প্রতিষ্ঠানের পথচলা শুরু হয়েছিল। বর্তমানে এখানে ৭টি প্যারামেডিক্যাল, ২টি নার্সিং কোর্স পড়ার সুযোগ রয়েছে।

এদিন টিপস-র প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নানাবিধ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, চিকিৎসা ব্যবস্থার সাথে যুক্ত সকলকে ভাল শ্রোতা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঠিক পরিষেবা প্রদানের মানসিকতা থাকতে হবে। শুধু উপার্জনের আশায় এই পেশায় আসা উচিত নয়। এই পেশার সাথে যুক্তদের মানবিক আচরণ রোগীর অর্ধেক রোগ সারিয়ে তুলতে সক্ষম। তিনি বলেন, রাজ্যের অনেকেই চিকিৎসার জন্য রাজ্যের বাইরে যাচ্ছেন। ফলে চিকিৎসা করতে গিয়ে বহু টাকা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেক বছর প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশ থেকেও অনেক রোগী আগরতলা হয়ে কোলকাতা, চেন্নাই সহ দেশের অন্যত্র চিকিৎসা করানোর জন্য যাচ্ছেন। তিনি জানান, অচিরেই রাজ্যে চালু হবে উত্তর পূর্বাঞ্চলের সবচেয়ে বড় ও আধুনিক ক্যান্সার হাসপাতাল রিজিওন্যাল ক্যান্সার ইন্সটিটিউট। রাজ্যেই যদি সকল রোগের সর্বোৎকৃষ্ট পরিষেবা দেওয়া যায় তাহলে রাজ্যের জনগণ যেমন আর্থিকভাবে লাভবান হবেন তেমনি বাংলাদেশ থেকেও আগত রোগীদেরও সময় এবং অর্থ সাশ্রয় হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের চিকিৎসা ব্যবস্থায় সঠিক পরিকাঠামো গড়ে উঠলে প্রতিবছর দুশো থেকে আড়াইশো কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা সম্ভব। কিন্তু এরজন্য প্রয়োজন উপযুক্ত পরিকাঠামো গড়ে তোলা। গুণগতমানসম্পন্ন চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের জন্য ডাক্তারের সঙ্গে সঙ্গে প্যারামেডিকেলের সাথে যুক্তদের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তাদের রিপোর্টের উপরই সঠিক চিকিৎসা নির্ভর করে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, বিগত সরকারের অদূরদর্শিতার কারণে রাজ্যের পর্যটন শিল্পের সঠিক বিকাশ হয় নি। বর্তমান সরকার মহারাজা বীর বিক্রম এয়ারপোর্ট থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ১৩৫ কিমি দীর্ঘ রাস্তার সঠিক ল্যান্ড স্ক্যাপিং করে রাস্তার দুপাশে বাগান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

*****২য় পাতায়

এই পথেই পড়বে মিউজিয়াম, সিপাহীজলা অভয়ারণ্য, নীরমহল, ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির, ছবিমুড়া, পিলাক, প্রভৃতি পর্যটনস্থল। এরকম বৈচিত্রময় পর্যটনস্থল দেশের আর অন্য কোথাও এরকমভাবে একই রাস্তার উপর নেই। তাছাড়া পর্যটকরা ইচ্ছা করলেই সাব্রুমের আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করে বাংলাদেশের কক্সবাজারও ঘুরে আসতে পারবেন। যা তাদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে আলাদা মাত্রা এনে দেবে। তিনি আরও জানান, বর্তমান সরকার জনগণের জন্য কাজ করছে। সরকারের এক বছরের সময়সীমার মধ্যে রাজ্যে রাজস্ব আদায় আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। বিগত সরকারের রেখে যাওয়া ১৩ হাজার কোটি টাকার ঋণের বোঝা নিয়েও এই সরকার রাজ্যের ৩৭ লক্ষ মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে। আগামী ৫ বছরের মধ্যে রাজ্যের উন্নয়নে যেসব পদক্ষেপ জরুরী তা সবই গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, অসম্ভব শব্দটি কারও অভিধানে থাকা উচিৎ নয়। কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার আছে বলেই জম্মুকাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা, ৩৫-এ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে, পাকিস্তানে সার্জিকেল স্ট্রাইক করা সম্ভব হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সম্মানিত অতিথি ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. ভি এল ধারুরকর বলেন, প্যারামেডিকেল সায়েন্স ছাড়া হেলথ সায়েন্স অসম্পূর্ণ। 'টিপস' উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানকার ছাত্র-ছাত্রীরা কেরালা, মহারাষ্ট্র, গুজরাট সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে সম্মানের সঙ্গে কাজ করছেন। ত্রিপুরার উন্নয়নে এই ধরণের প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। এদিন মূল অনুষ্ঠানের উদ্বোধনের পর মুখ্যমন্ত্রী 'টিপস' এর প্রশাসনিক ভবনের ভিতর আয়োজিত একটি চিত্র প্রদর্শনী ও একটি রক্তদান শিবির এবং 'দিশারী' নামে একটি দেওয়াল পত্রিকারও উদ্বোধন করেন।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে এদিন 'টিপস' এর পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ৫ লক্ষ টাকা দান করা হয়। তাছাড়াও 'অবলম্বন' নামক বৃদ্ধাশ্রমে ৩০ হাজার টাকা এবং আকাশ দাস নামক একজন অনাথ ছাত্রকে ৫০ হাজার টাকা দান করা হয়। দানকৃত রাশি অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব তাদের হাতে তুলে দেন। এছাড়া প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে বহু কচিকাঁচা, দু:স্থ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতেও লেখাপড়ার বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে 'টিপস' এর প্যারামেডিকেল বিভাগের ৩ জন ছাত্রকে উমাশঙ্কর মেমোরিয়েল এবং নার্সিং বিভাগের ২ জন ছাত্রীকে দয়াশঙ্কর মেমোরিয়েল পুরস্কার ও সার্টিফিকেট তুলে দেন অনুষ্ঠানের অতিথিগণ।

এদিনের অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রামপ্রসাদ পাল, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সচিব পঙ্কজ এন. ত্রিবেদী, প্যারামেডিকেল বিভাগের অধ্যক্ষা ডা. ছন্দা ব্যানার্জী এবং নার্সিং বিভাগের অধ্যক্ষা প্রফেসার সম্পা সেনগুপ্তা। অনুষ্ঠানে এই প্রতিষ্ঠানেরই ছাত্র জাহিদুল হোসেন নিজের আঁকা মুখ্যমন্ত্রী, বিধায়ক ও উপাচার্যের প্রতিকৃতিগুলো তাদের হাতে তুলে দেন।

অনুষ্ঠান শেষে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের কাছে প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির প্রয়াণে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে তাঁর প্রয়াণে গভীর শোক ব্যক্ত করেন এবং তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান এবং বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করেন তিনি। তিনি বলেন, অরুণ জেটলি যেমন বিদ্বান ছিলেন তেমনি তিনি কালজয়ী নেতা ও বিদগ্ধ আইনজীবী ছিলেন। তাঁর অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন সময়েই দেশে জি এস টি, বিমুদ্রাকরণের (ডিমনিটাইজেশন) মত যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উনার মৃত্যুতে ভারতীয় রাজনীতিতে যে শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে তা পূরণ করা সম্ভব নয়।

*****